COMPILED & CIRCULATED BY MADHUMITA ADDYA
STATE AIDED COLLEGE TEACHER
DEPT OF BENGALI
NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd Semester (P.G)
Paper - BNG - 302

ছোটোগল্পকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি কিন্তু তার আসন্ন প্রভাব অনুমান করে ভারত তথা বাংলাদেশের সমাজ ও সাহিত্যের পরিবেশ ও পরিস্থিতির মধ্যে দেখা গেছে একটা অস্থির অবস্থা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-কল্লোল গোষ্ঠী, মানিক-তারাশঙ্করের দহনদীপ্তিতে বাংলা কথাসাহিত্যের জগৎ তখন উত্তেজিত, উত্তপ্ত নৈরাজ্য আর ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণুতার তখন সারস্বত-ভূমি বিপন্ন, কোলাহলমুখর ধরে নেওয়া হয়েছে পল্লীবাংলার বিস্ময়ের বিষয় নিঃশেষিত। নগরজীবন আর সুতীক্ষ্ণ সমাজ-সমস্যায় জর্জর প্রশ্ন-শরগুলির একের পর এক নিক্ষেপে লেখকেরা ক্লান্ত আশাহত, আর ঠিক সেইসময় প্রায় রূপকথাসুলভ ভাবে বাংলা সাহিত্যের জগতে পদার্পণ করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

জন্ম ও কর্মজীবন: বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর। বাবা মহানন্দ, মা মৃণালিনী দেবী লেখকের জন্ম মাতুলালয়ে, নদীয়া জেলার কাঁচড়াপাড়ার কাছে ঘোষপাড়া মুরাতিপুর গ্রামে পৈত্রিক বাসস্থান ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার বনগাঁ মহকুমার অন্তর্গত ব্যারাকপুর গ্রামে এই চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার পানিতর গ্রামে ছিল তাঁর পূর্বপুরুষের আদি নিবাস মহানন্দ ব্যারাকপুর এবং তার আশেপাশের অঞ্চলগুলির মধ্যে ছিলেন একজন খ্যাতনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কথক এবং কবিতা ও নাটক রচয়িত রূপে সুপরিচিত বিভূতিভূষণ এই পৈত্রিক-সূত্রেই কথকতা, সাহিত্যরচনা এবং দেশভ্রমণের নেশা অর্জন করেছিলেন।

বিভূতিভূষণের শিক্ষার সূচনা প্রথমে বাবার কাছে, তারপর বিভিন্ন পাঠশালায়, শেষে কলকাতায় আপার-প্রাইমারী পাঠশালায়, তারপর বনগ্রাম হাইস্কুল পঞ্চম শ্রেণীতে তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ভর্তি হন, ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হন।

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd Semester (P.G)
Paper – BNG- 302

সেখান থেকে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বিভাগে আই. এ এবং ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে ডিস্টিংশন নিয়ে বি. এ পাশ করেন। পরে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ ও 'ল' ক্লাসে ভর্তি হন। তবে প্রথমা স্ত্রী গৌরীদেবীর মৃত্যুতে এবং শেষপর্যন্ত কর্মসূত্রে জড়িয়ে পড়ায় তা সমাপ্ত হয়নি।

স্কুলে শিক্ষকতা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় পরে কলকাতার কেশোরাম পোদ্দারের গোরক্ষিনী সভার ভ্রাম্যমাণ প্রচারকের চাকরি, পাথুরিয়াঘাটার খেলাৎচন্দ্র ঘোষ এস্টেটের সহকারী ম্যানেজার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে ফকাকালীন বাংলাদেশ, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ভ্রমণ করেন। ভ্রমণ-সূত্রে গ্রামবাংলার প্রকৃতি ও মানবচিত্র সম্পর্কে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

হরিনাভি স্কুলে শিক্ষকতা করার সময়ে পাঁচু গোপাল বা যতীন্দ্রমোহন রায় নামে এক শিশুকবির জন্য বাধ্য হয়ে বিভূতিভূষণ প্রথমে একটি ছোটোগল্প লেখেন — 'উপেক্ষিতা' ১৩২৮ সনের মাঘ মাসের 'প্রবাসী'তে ছাপা হয় গল্পটি পড়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লেখককে একটি চিঠিতে অভিনন্দন জানান। তিনি আরও একটি গল্প লেখেন 'উমারানী' তারপরে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় তাঁর 'নাস্তিক', 'পুঁইমাচা' প্রভৃতি গল্প। তাঁর রচিত গল্পগ্রন্থগুলি হল—

'মেঘমল্লার' — ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দ
'মৌরীফুল' — ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ
'যাত্রাবদল' — ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ।
'জন্ম ও মৃত্যু' — ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ
'কিন্নরদল' — ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ
'বেনীগীর ফুলবাড়ি' — ১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ।
'নবাগত' — ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
'উপলখণ্ড' — ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ।
'বিধুমাস্টার' — ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ,
'ক্ষণভঙ্গুর' — ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ,
'অসাধারণ' — ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ।
'মুখোশ ও মুখশ্রী' — ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ,
'বিভূতিভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্প' — ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ।

বাংলা (P.G) 3rd Semester / Paper – BNG- 302 / উনিশ ও বিশ শতকের ছোটোগল্পের ধারা (নির্বাচিত লেখক).

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd Semester (P.G)
Paper-BNG-302

'নীলগঞ্জের কালমন সাহেব' – ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ,
'জ্যোতিরঞ্জন' – ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
'কুশল-পাহাড়ী' – ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
'রূপ-হলুদ' – ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ
'ছায়াছবি' – ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
'অনুসন্ধান' – ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ
'গল্প-পঞ্চাশৎ' – ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ,
'কুয়াশার রঙ' – ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দ,
'বাক্সবদল' – ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ
'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের ভালো ভালো গল্প' – ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ,
'বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভৌতিক গল্প' – ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ
'বিভূতিভূষণের গল্পসমগ্র' (১ম ভাগ) – ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ
'বিভূতিভূষণের গল্পসমগ্র (২য় ভাগ) – ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ,

▨ বিভূতিভূষণ একাধিক ছোটগল্পের রচয়িতা তাঁর রচিত গল্পগুলির মধ্যে আছে 'মানবজীবনের "ছোট দুঃখ ছোট ব্যথা"-র কথা, সেখানে প্রকৃতির মধ্যে বিচরণশীল মানুষের পরিচয় যেমন আছে, তেমনি মিস্টিক তথা কল্পনা ও সৌন্দর্যের অনুভূতিতে রহস্যময় জগতের সংবাদও আছে যেমন 'মেঘমল্লার' গল্পে দেখা যায় শাপভ্রষ্টা সরস্বতীকে উদ্ধারের জন্য তরুণ এক সঙ্গীত সাধকের আত্মবিসর্জনের কাহিনি বিপরীতভাবে সাধারণ জীবনের নিত্য পরিচিত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বেদনার সামান্য উপকরণেও তাঁর বেশ কিছু গল্প রচিত হয়; যেমন কার 'মৌরীফুল' গল্পে এক কলইনিপুণা গ্রাম্যবধূ সুশীলার করুণ কাহিনি মূর্ত হয় 'পুঁইমাচা' গল্পে সরল, স্বল্পবুদ্ধি, ভোজনলুব্ধা একটি মেয়ে ক্ষেন্তির পুঁইশাক খাওয়ার সামান্য বাসনার স্মৃতি বেদনার কান্নার কালিতে লেখা হয়:

"সেই লোভী মেয়েটির লোভের স্মৃতি পাতায়-
পাতায় শিরায়-শিরায় জড়োইয়া
তাহার কত সাধের নিজের হাতে পোঁতা
পুঁইগাছটি মাচা জুড়িয়া বাড়িয়া

বাংলা (P.G) 3rd Semester/ Paper-BNG-302/ উনিশ ও বিশ শতকের ছোটোগল্পের ধারা (নির্বাচিত লেখক)

Scanned by CamScanner

NARAJOLE RAJ COLLEGE
3rd Semester (P.G)
Paper- BNG - 302

উঠিয়াছে বর্ষার জলে ও কার্ত্তিক মাসের
শিশির লইয়া কচি কচি সবুজ ডগাগুলি
সুস্পষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে
ভরপুর।"

তাঁর (চলচ্চিত্রায়িত) 'আহ্বান' গল্পে বুড়ির "অ মোর গোপাল" ডাক লেখক-পাঠক নির্বিশেষে সর্ব-শ্রেনীর মানুষকে অসাম্প্রদায়িক স্নেহে সিক্ত করে 'তুচ্ছ' গল্পে কামারদের ছোট মেয়েটির মাথায় কয়েকটা ফোঁটা গন্ধ-তেল ঢেলে দেওয়ার আনন্দ ও চরিতার্থতা লেখক-নায়ক অনুভব করেন এইভাবে:

"কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে
নেমে নদীজলে উদার নীল আকাশে
কিসের যেন সুস্পষ্ট সৌন্দর্যময় বানী।
অন্তরে ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল।
চমৎকার দিনটা সুন্দর দিনটা।"

এই আনন্দানুভূতিতেই বিভূতিভূষণের ছোটগল্প পাঠককে আবিষ্ট করে আর এই কারনেই প্রকৃতিতাপস বিভূতিভূষণ বাংলা ছোটোগল্পের জগতে চিরস্মরনীয় হয়ে আছেন।

বাংলা (P.G) 3rd semester / paper- BNG-302 / উনিশ ও বিশ শতকের ছোটোগল্পের ধারা (নির্বাচিত লেখক)।

Scanned by CamScanner